যুগান্তর

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

সরকারি কলেজ হস্তান্তরে টানাপোড়েন

মুসতাক আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সরকারি কলেজ হস্তান্তর নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সব সরকারি কলেজ ছেড়ে দেয়ার পক্ষে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ অবস্থায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে দু'বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরির মধ্যেই এ কাজ সীমাবদ্ধ আছে।

দু'বছরে অগ্রগতি শুধু একটি তালিকা

শিক্ষাবিদদের মতে কাজটি বাস্তবসম্মত নয়

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজেও 'বিব্রতকর' পরিস্থিতির কথা স্বীকার করেন। তিনি রোববার যুগান্তরকে বলেন, 'কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি কলেজগুলো ছেড়ে দেয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েও আমরা এগোতে পারছি না। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের কাছ থেকে নানা ধরনের মত পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাচ্ছি না। এরপরও প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারপন্থী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অনেকেই উল্লিখিত পদক্ষেপের ব্যাপারে একমত নন। বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা তাদের মত দিচ্ছেন। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে তা তুলে ধরছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কলেজ হস্তান্তরের পরিবর্তে বড় কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার প্রস্তাব করেন অনেকেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ ছাড়ার মধ্যে সমাধান নেই। বরং এতে জটিলতা আরও বাড়বে। এ ক্ষেত্রে দুটি সমাধান করা যায়। ইডেন, তিতুমীর, রংপুর কারমাইকেল, বিএম কলেজের মতো বড় কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর করা যায়। এছাড়া প্রত্যেক বিভাগে একটি করে 'উচ্চশিক্ষা বোর্ড' স্থাপন করা যেতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক অতিরিক্ত সচিব জানান, গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর একটি বৈঠক হয়। বৈঠকের পর বেশ কয়েকজন এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে নেতিবাচক কথা বলেন। পাশাপাশি তারা এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ কুফলের বিষয়টিও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার পরামর্শ দেন। সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতিও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেতে রাজি নয় বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি যুগান্তরকে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ দিলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে। এখন সব কলেজের সনদ একই মানদণ্ডে বিচার হয়, যা থাকবে না। এতে সমাজে বৈষম্য বাড়বে। এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অর্থে চলে। কিন্তু এজন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা বরাদ্দ দিতে হবে। এতে অযথা ব্যয় বাড়বে। তিনি আরও বলেন,

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সরকারি কলেজ হস্তান্তরে টানাপোড়েন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

'একটি কলেজ তদারকি সহজ নয়। শুধু পরীক্ষা নিলেই হবে না, তার কারিকুলাম, কোর্স, পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ নানা কাজ আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর আগের বাস্তবতা নেই। তারপরও একান্তই ভার কমাতে হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রয়োজনে একজন করে প্রোভিসি দায়িত্ব পালন করবেন, যারা কাজ সহজ করবেন। এমন বিকল্প পন্থায় না গেলে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ভয়াবহ সংকটে পড়বে।' তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অনেক ডাইনামিক কাজ করছেন। তাকে এসব বুঝিয়ে বললে তিনি নির্দেশনা পুনর্বিবেচনা করবেন বলে মনে করেন এই শিক্ষাবিদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনীহার কারণেই এ কাজ আগাচ্ছে না। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে লাখ লাখ শিক্ষার্থীসহ কলেজ অধিভুক্তি নিলে সেশনজটসহ নানা জটিলতা তৈরি হবে। এতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রের উচ্চশিক্ষা বিঘ্নিত হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হওয়ায় সরাসরি কেউ 'না' বলতে পারছে না। এর মধ্যে ইউজিসিকে বিলম্বে তথ্য প্রদান, এ কাজের জন্য বাড়তি অবকাঠামো, জনবল ইত্যাদি খাতে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দাবিসহ নানা চাহিদা অন্যতম।

শিক্ষামন্ত্রী যুগান্তরকে বলেন, 'এটা একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কলেজের শিক্ষার্থীদের কেবল সনদ দেবে না, কারিকুলাম-পাঠ্যক্রম তৈরি করবে। তারা কলেজ পরিদর্শন, পরীক্ষা গ্রহণ, মান উন্নয়নে আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডসহ নানা বিষয় আছে। এছাড়া এ কাজের জন্য অবকাঠামো, জনবলসহ কোটি কোটি টাকার চাহিদা আসছে। তাদের এসব চাহিদা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ চলছে।'

অগ্রগতি কেবল একটি তালিকা : ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে যান। সেদিন তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সরকারি কলেজ পরিচালনার ভার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার নির্দেশনা দেন। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) দায়িত্ব দেয়া হয়। সংস্থাটি দুটি আলাদা কমিটি করে। প্রথম কমিটির কয়েকটি বৈঠক ছাড়া কোনো অর্জন নেই। দ্বিতীয় কমিটি দেশের ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে ২৭৬টি কলেজ ভাগ করেন। প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইডেন, বদরুননেসা, তিতুমীর, আনন্দমোহন ও ঢাকা কলেজসহ ৩৩টি পেয়েছে। এভাবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০টি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ১৬, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২০, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় ২০, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৮, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪, জাহাঙ্গীরনগর ৮, ইসলামী আরবি ১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৯, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৪, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৭, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ৫, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২৮, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১১, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১২, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৩ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৩টি কলেজ পাবে। ইউজিসি সূত্র জানায়, সম্প্রতি সরকার আরও ১৯৯টি কলেজ সরকারি করেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে কলেজ সংখ্যা আরও বাড়বে।